



অভিমন্যুর দ্বিশতরানে বাংলার রনজি বিসর্জন

বাংলা-১৮৭ ও ৪৩২-৬ (ডি.)
পাঞ্জাব-৪৪৭ ও ১৩২-৫

অরিদম বন্দ্যোপাধ্যায় • কলকাতা

১০ জানুয়ারি ঃ তমথমে মুখে মাঠের ধারে পায়চারি করছেন অরুণ লাল। বাংলার নির্বাচকরা নিজেদের মধ্যে গভীর আলোচনায় ব্যস্ত। তাঁদের মনে অনেক প্রশ্ন থাকলেও সমাধানের উপায় জানা নেই।

কিছু দূরে সিএবির কিছু আধা কর্তা নিজেদের মধ্যে তর্ক জুড়েছেন বাংলার রনজি জয়ের স্বপ্নপূরণ হওয়া নিয়ে। সঙ্গে চলেছে দুটো বিষয় নিয়ে আলোচনা। এক, কেন পিচের চরিত্র বুঝতে পারেন না? হলেই বাংলা দলেরা দুই, আজ পঞ্জাবের বিরুদ্ধে ম্যাচের শেষ দিনের সকালে আরও দ্রুত রান করে যুবরাজদের উপর কি চাপ তৈরি করা যেত না?

সবটাইয়ের বদলপূরণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে বাংলা বনাম পঞ্জাব ম্যাচের শেষদিনে নাটকের অভাব ছিল না। ড্র ম্যাচের পর তা আরও চরমে পৌঁছে গেল। বাংলা ও পাঞ্জাব, দুই দলেরই এবারের মতো রনজি বিসর্জন ঘটে গেল। কিন্তু তার মধ্যেই পাঞ্জাব বাংলার ১৭ ওভারে ১৭৬ রানের চ্যালেঞ্জের সামনে আগ্রাসন দেখিয়ে মনোজের নাভিশাস তুলে দিয়েছিল। মনপ্রীত সিং গোলির (২৮ বলে ৫৮) টি২০ মেজাজে ব্যাটিংয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাংলার জখনা বোলিং ও ফিল্ডিংয়ের কারণে ম্যাচ হারের অবস্থাও তৈরি হয়েছিল মনোজের সংসারে। গোলি ফেরার পর তাঁর সতীর্থরা সেই ছন্দটা ধরে রাখতে পারেননি। পারলে বঙ্গ ক্রিকেটে সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে কলঙ্কিত দিন হতেই পারত আজ।

সম্ভবত এই ক্ষোভ থেকেই ম্যাচের পর পাঞ্জাবের অধিনায়ক মনীপ সিং সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলার দীর্ঘ সময় ধরে ব্যাট করার সিদ্ধান্তকে 'নেগেটিভ' আখ্যা দিয়েছেন। প্রশ্ন তুলেছেন, ম্যাচটা দুই দলের জন্মেই যখন মরগর্ভাচনের ছিল, তখন বাংলা কেন চা পানের বিরতির পরও ব্যাটিং চালিয়ে গেল।

সকালে বাংলা অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারি (১০৫) দ্রুত শতরান সেরে ফেলেছিলেন। কিন্তু তিনি ফিরে যাওয়ার পরই রানের গতি কমে যায়। অন্যদিকে, অভিমন্যু ঈশ্বর (অপরাজিত ২০১) আজ প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে কেরিয়ারের প্রথম ডবল সেঞ্চুরি করেন। দলকে ভরসা দিলেন। প্রশংসা করেন নিজের যোগ্যতা। কিন্তু দ্রুত রান বাড়ানোর কাজটা করতে পারলেন কই। অনুষ্টিপ মজুমদার (৯), ঋত্বিক চ্যাটার্জি (৪৮) ফের বার্থ আজ। একা অভিমন্যুই টানলেন বাংলা দলকে। অসাধারণ ইনিংস

খেললেন। দিনকয়েক আগে দিল্লির বিরুদ্ধে ম্যাচে বাংলার ঐতিহাসিক জয়ে অপরাজিত ১৮৩ করেছিলেন। আজ দলকে জেতাতে না পারলেও বাংলার স্কোরটা ৪৩২-৬-এ পৌঁছে দিয়েছিলেন তিনিই। আর অভিমন্যুর দ্বিশতরানের পরই বাংলা অধিনায়ক মনোজ ১৭২ রানে এগিয়ে ইনিংস ডিক্লেয়ার করার সিদ্ধান্ত নেন।

ম্যাচের ফল যাই হোক না কেন, মেস্টর অরুণ লালের পরামর্শে মনোজের এমনি স্পোর্টিং ডিক্লেয়ার করার সিদ্ধান্ত ম্যাচ জমিয়ে দিয়ে গেল শেষ দিনের শেষ খণ্ডায়। শুভমান, আনামোলপ্রীতরা নেমেই চালাতে শুরু করেন। আর পালাটা আক্রমণের রাস্তায় ম্যাচের নায়ক হওয়ার ভাবনা নিয়ে হাজির হয়ে মনপ্রীত গোলি এমন মারকারি ব্যাটিং শুরু করেছিলেন, যার কোনো জবাব ছিল না বাংলার কাছে। ঋত্বিক লং অন বাউন্ডারিতে গোলির সহজ ক্যাচ হাজার পর তিনি আরও আগ্রাসী হয়ে উঠেছিলেন। সোজা কথায়, নিস্ত্রাণ পিচে নাটকীয়ভাবে ভরা বাংলা বনাম পঞ্জাব ম্যাচের শেষ দিনে নিশ্চিতভাবেই জয়ী ক্রিকেট। অভিমন্যুর দ্বিশতরানের পরও বাংলার রনজি বিসর্জনের মাধ্যমে আজ প্রমাণ হয়ে গেল, ক্রিকেট সত্যিই মহান অনিশ্চয়তার খেলা। যেখানে শেষ বল না হওয়া পর্যন্ত কিছু পূর্বাভাস করাটা ঠিক নয়। রাতের দিকে মোবাইলে বাংলার মেস্টর অরুণ লালও সেকথাই বলছিলেন উত্তরবঙ্গ সংবাদকে।

লালজির যুক্তি হল, "আমাদের জিততেই হত। তাই একটা ঝুঁকি নিয়েছিলাম আমরা। কিন্তু সেটা সত্যিই বড়ো ঝুঁকি হয়ে গিয়েছিল। শেষ খণ্ডায় যেকোনো কিছুই হতে পারত ম্যাচের ভাগ্য।"

প্রথম ইনিংসের লিডের সুবাদে পঞ্জাব তিন পয়েন্ট পেয়েছে। বাংলার সংগ্রহ মাত্র ১। সঙ্গে এবারের মতো রনজি বিসর্জন। অপেক্ষা আবার পরের বছরের। কিন্তু মাঝের এই সময়টার ক্রিকেটের সব বিভাগে ছছাড়া বাংলা কি নিজেদের বদলে ফেলতে পারবে? উত্তরটা হয়তো সময়ই দেবে। কিন্তু ফের একটা রনজি মরশুমের শেষে বাংলার অবস্থার পর্যালোচনা করতে গিয়ে বছরখানেক আগে অশোক দিল্লার সেই অমর উক্তিটা মনে পড়ে যাচ্ছে।

বাংলা ক্রিকেট নিয়ে দিন্দা বলেছিলেন, 'দোকানে মাল নেই। তাই শাটার খুলে রেখে লাভও নেই।'

ম্যাচের শেষে বহু অনুরোধেও আজ দিন্দা কোনো মন্তব্য করতে চাননি। তবে ফের বার্থ একটা রনজি মরশুম শেষে প্রমাণিত, বাংলা মানে এখনও সেই দিন্দা-মনোজ। অভিমন্যু হয়তো পারফর্ম করেছেন। কিন্তু বাকিরা? তাছাড়া তাঁর দ্বিশতরানের দিনই তো বাংলার রনজি বিসর্জন ঘটে গেল।



দ্বিশতরানের আনন্দে পাখা মেললেন অভিমন্যু ঈশ্বর। ছবি ঃ ডি মণ্ডল

ব্যাঙ্গ, এখন দুঃখ আর নয়
দুঃখকে সুখে বদলান যিনি আস্থা ও কালা যাদু পারদর্শী

আপনি বোকানও সমস্যায় জর্জরিত হলে, এখনই মনে করে যত্নে বসে সমাধান পান।

সমস্যা বা শত্রুর থেকে পরিত্রাণ, বান্দার মন, জ্ঞান-শক্তি, ভুল-ত্রুট, মন-চিন্তন হেঁচকোবান প্রভৃতি বিবেচনা ঃ কৌশল, গুণবিদ্যা

আপনার মেয়েকে কী আনার জামাই, বাইরের লোক অথবা শত্রুরাটিকে লোক বিরক্ত করে।

বাবা আকবর খান
9818298397 / 9903852257

END OF SEASON SALE

Flat 50% Off
on select merchandise

11th Jan. onwards

WALKWAY
Footwear & Accessories

OPPOSITE K.F.C, SEVOKE ROAD. TEL.: 9733053334
For Franchise related inquiries please email us at: franchiseinfo@walkway.in | www.walkwayshoes.com

*T&C Apply. Offer valid till stock lasts. Up to 50% off on other brands.

MARUTI SUZUKI **NEXA**

YEAR END OFFERS CONTINUE AT NEXA.
Buy Before Price Hike.
CREATE. INSPIRE.

NEVER BEFORE SEEN CONSUMER OFFERS, EXCHANGE BONUS & CORPORATE/GOVERNMENT EMPLOYEE OFFERS UP TO ₹ 80,000*

Contact us at
1800-200-6392
1800-102-NEXA

SILIGURI: NEXA SEVOKE ROAD
(SEVOKE MOTORS PVT. LTD. PH: 9083270801, 9083270802)

sun connect
NOW YOU CAN ALSO BOOK ONLINE

*T & C Apply. Offers may vary across models and variants. Maruti Suzuki reserves the right to withdraw offers at any point in time. For more details, please contact your nearest NEXA dealership.

Offered separately as Genuine NEXA Accessory

মরশুম শেষে মনোজের মুখে 'অন্তর্ঘাত'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ জানুয়ারি ঃ মরশুমের শুরু থেকে বিভিন্ন কখনও অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারি নিজেই নেতৃত্ব হেঁটে দিতে চেয়েছিলেন, আবার কখনও সিএবি-র তরফে তাঁকেই দল থেকে ছেঁটে ফেলায় হুমকিও দেওয়া হয়েছিল। সঙ্গে মরশুম নয়, এক ম্যাচের জন্য দল ও অধিনায়ক বাছাইয়ের কাজটাও চালিয়ে গিয়েছে সিএবি। যদিও বাংলা ক্রিকেট সংস্থার এমন পরিকল্পনা বাস্তবে কাজে আসেনি। সঙ্গে মনোজরাও ক্রিকেটের সব বিভাগে ধারাবাহিকভাবে বার্থ হয়ে এবারের মতো রনজি অভিযান শেষ করলেন।

পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে রনজি ম্যাচের পর দলের বার্থটা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে এই প্রসঙ্গ টেনে এনে 'বোমা' ফাটলেন অধিনায়ক মনোজ। জানিয়ে দিলেন, পুরো মরশুমজুড়ে যা চলেছে, তারপর কোথাও যেন তিনি অন্তর্ঘাতের আশঙ্কা করছেন। যে ব্যক্তি (নাম জানাননি) এমনটা করেছেন, তাঁর একদিন শাস্তি হবেই, এমনটাই বলেছেন বাংলা অধিনায়ক। প্রবল হতাশা নিয়ে বাংলা অধিনায়ক আজ সন্ধ্যায় বলেছেন, "আমাকে ছাড়াও অন্যদের বার্থটা নিয়ে এই প্রশ্নটা করা হোক। কেন দল বার্থ হল, তার ক্রিকেটার ব্যাখ্যা রয়েছে আমার কাছে।

কিন্তু আমি তো সিএবি বা ডিশনের অধিনায়ক নই। তাই ম্যাচের বাইরের অনেক সিদ্ধান্ত বা ইশ্তা যা সারসরি দলের অন্দরে প্রভাব ফেলেছে, সেসব নিয়ে বলতে পারব না। তবে বিশ্বাস করি, যার জন্য এমন বার্থ হল বাংলা ক্রিকেট, তার শাস্তি হবেই একদিন।

মনোজ ও অভিমন্যুর কথা বাদ দিলে বাকি ব্যাটসম্যানরা রান পাননি নিয়মিত। দলের বোলার বলতে সেই বুড়ো দিন্দা। আর ফিল্ডিংয়ের কথা যত কম বলা যায়, ততই ভালো। আজও অভিযেক রমন ও ঋত্বিক চ্যাটার্জির এমন দুটো ক্যাচ ফেলেছেন, যা পাড়ার ক্রিকেটেও মিস করলে অপরায় হিসেবে ধরা হয়। মনোজ বলছেন, "আমাদের এই মরশুমে প্রাপ্তি তেমন কিছুই নেই। কিন্তু অনেক কিছু শেখার রয়েছে। অনুর্ধ্ব-২৩ বা আরও জুনিয়র স্তর থেকে ক্রিকেটার তুলে আনতে হবে। সঙ্গে ভুল শুধরে নেওয়ার কাজটাও করতে হবে। আগামী দিনে সিএবি চাইলে এসব নিয়ে কথা বলব আমি।" বার্থ রনজি অভিযানের শেষে তিনি নেতৃত্ব হাড়াচ্ছেন না। কিন্তু একইসঙ্গে মনোজ তিওয়ারি দাবি তুলছেন, তাঁকে বাংলা ক্রিকেটের সবকিছুর সঙ্গে জড়িয়ে নেওয়ারও

বলছেন, 'আমায় সবকিছুর সঙ্গে সিএবি জড়িয়ে নিলে হয়তো বাংলা ক্রিকেটেরই ভালো হবে। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটের পাশাপাশি সারাবছর স্থানীয় ক্লাব ক্রিকেটও খেলি। ফলে কোন ক্রিকেটার কেমন, কোথায় তার সমস্যা, কী করলে সমস্যা মিটবে-তার পরামর্শ দিতে পারি। কিন্তু এখানে এমনটা হয় না।'

পাশাপাশি বাংলা ক্রিকেটের স্বার্থে আগামীদিনে মনোজ তিওয়ারি দলের সঙ্গে নিয়মিত মনোবিদ রাখা এবং ফিল্ডিং বা বোলিং কোচ রাখার কথাও তুলেছেন আজ। বলেছেন, "বিশেষজ্ঞদের প্রয়োজন দলে। এবার মুম্বইয়ের মনোবিদ মুন্না ম্যাডামের সঙ্গে আমাদের মাত্র একবারই সেশন হয়েছে। সেটা দীর্ঘমেয়াদি করার কথা ভাবা যেতেই পারে। তেমনই ফিল্ডিং বা বোলিং কোচও প্রয়োজন।" কিন্তু এসবের পরও কি সমস্যা মিটবে? বাংলা ক্রিকেটে সাফল্যের জন্য দীর্ঘমেয়াদি ভাবনা কী হতে পারে?

মনোজ হয়তো জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁর সতীর্থদের মনোভাব না বদলালে কিছুই হবে না বাংলা ক্রিকেটের। সেই বার্থতার সরণিতেই যুগপাক খেতে হবে মনোজ-দিন্দাদের।

অলিভের গুণ সম্পন্ন সোভেলিন -এর

ওলাভি
বডি তৈরিতে

ত্বকের পুষ্টি জোগায়, শুষ্কতা দূর করে, সারা বছর ব্যবহারে ত্বক হয়ে ওঠে কোমল এবং তারুণ্যের দীপ্তিতে উজ্জ্বল

ছাঁটাই হতে পারেন বাহুতুলে

বৃহস্পতিবার রাতের দিকে এ খবর জানা গিয়েছে। শুক্রবার সকালের বিমানে মুম্বই চলে যাচ্ছেন বাহুতুলে এবং সেটাও সম্ভবত তাঁর শেষ যাত্রা। ফেরিয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে সর্বভারতীয় মুস্তাক আলি টি২০ প্রতিযোগিতা রয়েছে। এই প্রতিযোগিতার আগেই ছাঁটাই হচ্ছেন কোচ বাহুতুলে। সম্ভবত দলের মেস্টর অরুণ লালকে মুস্তাক আলির সময়ে কোচের ভূমিকাতোও দেখা যাবে।

মুস্তাক আলি ট্রফিতে কোচ হতে পারেন অরুণ লাল (ডাইনে)।

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ জানুয়ারি ঃ বাংলার রনজি অভিযান এবারের মতো শেষ। তবে মরশুম শেষের আগেই ছাঁটাই হতে চলেছেন বাংলার কোচ সাইরাজ বাহুতুলে। সিএবি-র একটি বিশেষ সূত্রের মাধ্যমে

বাজার পরিবারে যোগ দিতে তৈরী হোন
বাজার ডিলার্স আমন্ত্রণ জানাচ্ছে সাব-ডিলার্সের জন্য।

আপনি মোটরসাইকেলের ব্যবসা আকর্ষণীয় বিশ্বাস করলে এবং এর অংশ হতে চাইলে, দেখুন ঃ www.bajajauto.com/dealer/locateForm.aspx এবং ১৫ দিনের মধ্যে আপনার আবেদন দাখিল করুন।

আবেদন প্রয়োজন ঃ বার্ষিকিক জারবার আয় - ১১১.৫ থেকে ১৩৩ বর্ঘমিটার ১,২০০ থেকে ১,৫০০ বর্ঘমিটার সন্মুখভাগ ৬ থেকে ৯ মিটার বৃত্ত (২০ থেকে ৩০ ফুট) ব্যতিক্রম ঘটবে।

*বাজার অটো ডিলিটের দ্বারা তাদের ডিলারদের পক্ষে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত।

স্থান	মাদারিহাট, এখেলবাড়ি, বিনাওড়ি, বানারহাট, কামাখ্যাওড়ি, মিরিক, কাপিয়াং, আমবাড়ি, মাটিগাড়া, ফুলবাড়ি, শালবাড়ি, রাঙ্গাপানি, ফাঁসিদিওয়া
যোগাযোগ	94340-22231, 91230-92187
ই-মেইল	D10335@siliguri.bajaj.com jdey@bajajauto.co.in

TATA MOTORS

টাটা মোটরস
নিউ ইয়ার থামাকা

₹49,000*	₹50,000*	₹51,000*	₹50,000*	₹39,000*	₹49,000*
পন্থ ডিভান্ডিউট	পন্থ ডিভান্ডিউট	পন্থ ডিভান্ডিউট	পন্থ ডিভান্ডিউট	পন্থ ডিভান্ডিউট	পন্থ ডিভান্ডিউট
ACE CONTAINER	ACE MEGA XL	SUPER ACE MINT	XENON YODHA	ACE GOLD	ACE XL

Authorised Dealer: ACE PARIVAR - 8584865758, 7033095188

Vinayak Autotraders Pvt. Ltd. Nadia and Murshidabad 9432054143

North Bengal Auto Alipurduar, Coochbehar 9832383746, 7029665363

OSL Automotive Siliguri - 8016000945, Jalpaiguri - 8016000942, Coochbehar - 8016000939, Alipurduar - 9800003426

PICKUP - 8420013321